দৈনিক সংবাদ

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ঢাকা

132

তারিখ 23 JUL 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

স্কুলটি মেরামত করুন

প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসবাবপত্র এবং ঘরে টিনের চাল না থাকায় তালেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে লেখাপড়া করছে।

গত ঘূর্ণিঝড়ে স্কুলটির টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ যাবৎ তা সংস্কার করা হয়নি।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ছোট ছোট শিশুদের দিকে তাকিয়ে স্কুলটি যেন মেরামত করা হয়।

মোঃ জমিরউদ্দিন (খোকন)
তালেপুর, রুহিতপুর, ঢাকা।

বৃত্তির টাকা বাড়ান

বাংলাদেশ সরকার নতুন বাজেটে বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর নতুন করে কর আরোপ করলেন, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ছাত্রদেরকে ১০০/-টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এর কোন পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষা উপকরণ, দ্রব্যমূল্য এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

বিভু
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ও প্রকাশনা

শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ২১শে মে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমান প্রচলিত একটির পরিবর্তে প্রত্যেক বিষয়ের ওপর তিনটি করে পাঠ্য বই প্রকাশ করা হবে এবং এই বইসমূহ বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড এই বইগুলো শুধুমাত্র অনুমোদন করবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারের এই সিদ্ধান্ত সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ভয়াবহ অবস্থায় ফেলবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহল দারুণ উদ্বিগ্ন। বর্তমানে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড। শিক্ষার্থীদের ন্যায্যমূল্যে পাঠ্যবই প্রকাশ এবং সরবরাহের উদ্দেশ্যে টেক্সট বুক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্প্রতি নেয়া সরকারের এই সিদ্ধান্ত যদি কার্যকর করা হয় তবে টেক্সট বুক বোর্ডের পরিবর্তে ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাসমূহ সকল পাঠ্যবই প্রকাশ করবে। এই সংস্থাসমূহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তারা মুনাফার জন্য বই প্রকাশ করবে। এর ফলে তাদের প্রকাশিত নিম্নমানের পাঠ্য পুস্তক বিভিন্নভাবে অনুমোদন করিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সাথে সাথে পাঠ্য বইয়ের মূল্য বর্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়। বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একজন ছাত্র অংক, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নির্দিষ্ট একটি মাত্র বই দিয়ে পড়াশোনা করে। কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রতি বিষয়ে তিনটি করে বই প্রকাশিত হবে। এর ফলে পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের আশায় একজন ছাত্রকে প্রতি বিষয়ে তিনটি বই কেনার প্রয়োজন হবে। বর্তমানে অষ্টম শ্রেণীর

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

একসেট বইয়ের মূল্য ১১৪'৩৫ টাকা। ঐ বইগুলো বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাসমূহ যখন প্রকাশ করবে তখন এর আনুমানিক মূল্য হবে ৩৪৩ টাকা। আর যখন প্রতি বিষয়ে তিনটি করে বই কিনতে হবে, তখন অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রের একসেট বইয়ের আনুমানিক মূল্য হবে ১০২৯ টাকা। এর ফলে নিম্নবিত্ত ও গরীব ঘরের ছাত্রদের পক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আজ উচ্চ শিক্ষা নিম্নবিত্ত ও গরীব ঘরের সন্তানদের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তেমনি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাও তাদের স্বপ্নে পরিণত হবে। শিক্ষা শুধুমাত্র বিত্তবান মানুষের সন্তানদের পণ্যে পরিণত হবে এবং তাদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। এই অবস্থায় সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ২১শে মের সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিস্তার এবং দেশের প্রয়োজনে বাতিল করা হোক।

এনামুল হক টিটো,
১-এইচ/৪, মিরপুর, মগবাজার।